রিফাত হত্যা: রায়ের অপেক্ষায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামি

সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া ভিডিও ফুটেজে গত বছর ২৬ জুন রিফাত শরীফকে নির্মমভাবে রাম দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার এই দৃশ্য ধরা পড়ে। ছবি: সংগৃহীত
বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির রায় ঘোষণা করা হবে আজ। গত ১৪ অক্টোবর আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে বরগুনা শিশু আদালতের বিচারক মো. হাফিজুর রহমান রায়ের এই দিন ধার্য করেন। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে বরগুনা জেলা কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়েছে কারাগারে থাকা ৬ আসামিকে। জামিনে থাকা বাকি ৮ আসামিও সকালে হাজির হয়েছেন আদালত প্রাঙ্গণে।

এর আগে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির বিচারের রায় ঘোষণা করেন বরগুনা জেলা দায়রা জজ মো. আছাদুজ্জামান। ১০ আসামির মধ্যে নিহত রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকাসহ ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত।

মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, মো. রাকিবুল হাসান ওরফে রিফাত ফরাজী (২৩), আল কাইয়ুম ওরফে রাব্বি আকন (২১), মোহাইমিনুল ইসলাম সিফাত (১৯), রেজোয়ান আলী খান হৃদয় ওরফে টিকটক হৃদয় (২২), মো. হাসান (১৯) ও আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি (১৯)। এছাড়া বেকসুর খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, মো. মুসা (২২), রাফিউল ইসলাম রাব্বি (২০), মো. সাগর (১৯) ও কামরুল হাসান সায়মুন (২১)।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাতের ওপর হামলা হয়। পরে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। ঐ বছর ১ সেপ্টেম্বর ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুইভাগে বিভক্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দেয় পুলিশ। এর মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। মোট ৭৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে এ মামলায়। আলোচিত এ হত্যা মামলার রায়ের দিকে নজর থাকবে আজ গোটা দেশবাসীর।

যেভাবে ঘটে হত্যাকাণ্ড

রিফাত শরীফকে কোথায়, কখন কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার একাধিক

ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এ ভিডিও ফুটেজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের চিত্র দেখা গেছে। কত জন কীভাবে হত্যার মিশন শুরু করে সেটিও মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে ফুটেজ থেকে।

পুলিশের তদন্ত, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজ থেকে জানা যায়, গত বছরের ২৬ জুন সকালে রিফাত শরীফ সাদা রঙের মোটরবাইকে করে বরগুনা সরকারি কলেজের গেটের সামনে আসেন। এরপর তিনি কলেজের ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে প্রবেশের কিছু সময় পর ঘটনাস্থলে আসে রিফাত ফরাজী। আরো দুই থেকে তিন মিনিট পর ঘাতকদের এক জন রিফাত ফরাজীর দুই-তিন সঙ্গী কলেজে ঢোকে।

একপর্যায়ে দেখা যায়, রিফাত শরীফ ও তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি কলেজ থেকে বের হন। এর একটু পর রিফাত ফরাজীর নেতৃত্বে আট থেকে ১০ জন রিফাত শরীফকে ধরে ফেলে। কিল, ঘুষি দিতে দিতে তারা তাকে ফটকের সামনের সড়ক থেকে পূর্ব দিকে নিয়ে যায়। সেখানেই প্রথম দেখা যায় নয়ন বন্ড ও অন্যদের।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত ফরাজী ও তার অপর এক সহযোগী দৌড়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে রাখা দুটি রামদা নিয়ে আসে। এর একটি রামদা নয়নের হাতে দেয় রিফাত ফরাজী। এরপর তারা দুই জন মিলে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে রিফাত শরীফকে। আর তাদের দায়ের কোপ থেকে স্বামীকে বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন স্ত্রী মিন্নি। তবে পরে পুলিশের তদন্তে বলা হয়েছে, মিন্নিও এই হত্যাকাণ্ডের এক জন পরিকল্পনাকারী। তাই পরে তাকেও আসামি করা হয়েছে। মিন্নি নয়নের সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়টি গোপন করেই রিফাত শরীফকে বিয়ে করেছিলেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, রিফাত শরীফকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার পর রিফাত ফরাজী ও নয়ন বন্ড রামদা হাতে সবার সামনে দিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে ঘটনাস্থলের পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে। তখন রিফাত শরীফের রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার কাপড়চোপড়। সেখান থেকে তাকে কে বা কারা রিকশায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঐদিন বিকাল ৩টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যালে মারা যান রিফাত শরীফ।

পুলিশ জানায়, হত্যাকাণ্ড ছিল একদম পরিকল্পিত। কেউ কিছু আঁচ করার আগেই ঘাতকরা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল। কীভাবে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রিফাত শরীফের ওপর হামলা করা হবে সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি বৈঠকও হয়েছিল। তবে নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’

নিহত হওয়ায় তাকে বাদ দিয়ে বাকি আসামিদের বিচার শুরু হয়।

২ ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ, খুলনার সাথে রেল যোগাযোগ বন্ধ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশনে মালবাহী- তেলবাহী দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে খুলনা-ঢাকা-রাজশাহী- গোয়ালন্দ ও পাবর্তীপুরসহ উত্তরবঙ্গ রেল পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র ও সাফদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো ওজিউর রহমান জানান, রাত ১টা ৫০ মিনিটের সময় দুই ট্রেনের এ মুখোমুখি সংর্ঘষ হয়। এ সময় স্টেশনের একটি লাইনে অপেক্ষমান ছিল দর্শনা থেকে খুলনাগামী পাথরবাহী একটি মাল ট্রেন।

অপরদিকে খুলনা থেকে পাবর্তীপুরগামী তেলবাহী একটি ট্রেন একই লাইনে ঢুকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে তেলবাহী (ডিজেল ভর্তি) ট্রেনের তিনটি ওয়েল ট্রাঙ্কার লাইনচ্যুত হয়ে বেঁকে ভেঙ্গে ডিজেল তেল বগলা দিয়ে পড়তে থাকে। পাথরবাহী ট্রেনটির তেমন কোন ক্ষতি না হয়নি।

সাফদারপুরের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার আঃ ওহাব বিশ্বাস মোবাইল ফোনে জানান, স্টেশনে খুলনাগামী মালবাহী ট্রেন অপেক্ষমান থাকা অবস্থায় পাবর্তীপুরগামী তেলবাহী ট্রেনটি সিগন্যাল অমান্য করে একই লাইনে ঢুকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। এতে ৩টি ডিজেল ট্রাঙ্কার থেকে ৫০ হাজার করে আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক লিটার ডিজেল পড়ে যায়।

তেলবাহী ওই ট্রেনের ড্রাইভার আনিসুর ঘুমাচ্ছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন। ওই ট্রেনের ইঞ্জিন ভেঙ্গে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে স্টেশনে উপস্থিত থাকা অপর স্টেশন মাস্টার গোলাম মোস্তাফা জানান, তেলবাহী ট্রেনের ড্রাইভারের ভুলের কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে ।

স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা জানায়, এসময় বিকট শব্দ হলে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে এসব ট্যাঙ্কার থেকে পড়তে থাকা ডিজেল যে যার মতো হাড়ি, কলসি, বালতি বদনা মগসহ বিভিন্ন পাত্রে করে নিতে থাকে।

এদিকে সকাল ৭টার দিকে ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ও কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে। তবে লাইন ঠিক হতে কত সময় লাগবে তা কেউ বলতে পারেনি।

সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলায় অর্ধ শতাধিক নিহত

রাশিয়ার বিমান হামলায় সিরিয়ায় ৫০ জনের বেশি বিদ্রোহী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তারা তুরস্ক সমর্থিত যোদ্ধা বলে জানা গেছে।

বিবিসির প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে সেনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত ইদলিব প্রদেশে বিমান হামলাটি চালানো হয়। এতে ৫০ জনের বেশি বিদ্রোহী যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। সোমবারের ওই হামলায় বহু মানুষ আহত হয়েছেন।

এদিকে, আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলা চালানো হয়েছে ফায়লাক আল-শাম নামের একটি ইসলামিস্ট গ্রুপের প্রশিক্ষণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যস্থতা ও পর্যবেক্ষণে ইদলিবে যে যুদ্ধবিরতি চলছিল, এই হামলার ফলে তা লঙ্ঘন করা হলো।

সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, রুশ বিমান হামলায় নিহতের সংখ্যা ৭৮ জন। এ হামলায় আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। সে ক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

দুই মাসে দু’টি খুন, খুনিরা অধরা

মেহেরপুরে দুই মাসে দুটি হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ দুটি হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের মধ্যে কোন আসামীকেই আটক করতে পারিনি পুলিশ। হত্যাকারিরা ধরা ছোয়ার বাইরে থাকায় নিহতের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিরাজ করছে আতঙ্ক। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভুমিকা নিয়েও। তবে পুলিশের দাবি সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে আসামীদের আটক করার জন্য।

জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে গাংনীর সাহেবনগর গ্রামের ছহির উদ্দিন নামের এক মসজিদের খাদেমকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বিত্তরা। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে আখের আলী বাদি হয়ে অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামী করে গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়। প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হতে চললেও আটক হয়নি একজনও।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান, আমরা চেষ্টা করছি ঘটনার সাথে জড়িতদের আটক করার।

এতোদিনেও কোন আসামী আটক না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করে নিহতের মেয়ে শাহিনা খাতুন জানান, দিনের আলোতে এইভাবে আমার বাবাকে হত্যা করা হলো। অথচ কাউকেই আটক করতে পারিনি পুলিশ। আসামীদের দ্রুত আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জোর দাবি জানান শাহিনা খাতুন।

ক্লু-লেস ঘটনা ও অজ্ঞাত আসামী, তাই এমন দেরি হচ্ছে বলে দাবি করেন গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান।

এদিকে, গত ২২ অক্টোবর দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর থানার সন্নিকটে সমাজ সেবা অফিসের মাঠ কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চাঞ্চচল্যকর এ ঘটনায় অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসমী করে নিহতের স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে সদর থানা একটি মামলা দায়ের করেন। নিহতের আত্মিয়রা জানান, ঘাতকরা মেহেরপুর সদর থানার সামনে একটি দোকানে চা খেয়েছে। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ফারুক আহমেদকে হত্যা করা হয়েছে। শহরের বুকে এবং থানার কাছে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে অথচ এখন পর্যন্ত কোন আসামী আটক হয়নি, হতাশা প্রকাশ করে এভাবেই বলেন নিহতের পরিবারের লোকজন।

এই হত্যাকান্ডের তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন ইন্সপেক্টর অপারেশন রাসুল সামদানি আজাদ।

খুব অল্প দিনেই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের আটক করতে পারবো বলে জানান সদর থানার ওসি শাহ দারা খান। এছাড়াও তিনি বলেন, এটা অভ্যন্তরীন দ্বন্দের শিকার হতে পারেন ফারুক। আমাদের ধারনা এটা কোন সন্ত্রাসী গোষ্টির কাজ না। তারপরও আমরা অচিরেই তদন্ত করে মুল বিষয়টা উদঘাটন করতে পারবো।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্য মাঠে কাজ করছে। সম্প্রতি যে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটলো অল্প দিনেই জড়িতদের আটক করতে পারবো। গাংনীর মুয়াজ্জিন হত্যাকান্ডের বিষয়ে তিনি বলেন, তদন্ত টিম কাজ করছে। অতি দ্রুত জড়িতরা আটক হবে।

ঝিনাইদহে নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রোববার সকালে শহরের চাকলাপাড়ায় সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি সাকো’র সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ রুরাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ব্রেড নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

ব্রাক’র জেলা সমন্বয়ক রোকেয়া বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল লতিফ শেখ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ সিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ কাজী মাহবুবুর রহমান, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রোফেশনাল অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক, ট্রাষ্ট ব্যাংকের

প্রিন্সিপাল অফিসার আরিফুল ইসলাম, ব্রেড এর নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক কমিশনার তারিকুল ইসলাম তারিক, সাকো’র নির্বাহী পরিচালক বশির উদ্দীন।

অনুষ্ঠানে ব্র্যাক’র সহযোগিতায় ব্রেড’র আয়োজনে নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে জেন্ডার ভিত্তিক ন্যায় বিচারের প্রচার: পুরুষ এবং ছেলেদের সংযুক্তিকরণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা হ্রাসকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে করোনাকালীন ২৫০ জন নারী ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অপরদিকে ব্রাকের সহযোগিতায় ব্রেড এর আয়োজনে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১০ দিন ব্যাপী সচেতনতা মূলক মাইকিং কর্মসূচী পালিত হয়েছে। ২ টি রিক্সাযোগে আগামী ১০ দিন শহরের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সচেতনামূলক ও করোনা ভাইরাসে করনীয় নানা বিষয়ে মাইকিং করা হবে বলে জানান আয়োজকরা।

শৈলকুপায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পেইন

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস-২০২০ উপলক্ষে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ফ্রী চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ২’শ নারীর চক্ষু দেখা হয়। এদের মধ্যে ৫৫ জনের সানি অপারেশনের জন্য নেয়া হয়। বাকীদের ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। দিনব্যাপী বিশেষ নারী চক্ষু ক্যাম্পেইন হয় শৈলকুপার ব্র্যাক কার্যালয়ের মাঠে।

এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাকের ঝিনাইদহ জেলা প্রতিনিধি রোকেয়া বেগম, আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইটসেভার্স এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আল মামুন, খুলনা বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের পাবলিক রিলেশনস কর্মকর্তা মীর মিজানুর রহমান, ব্র্যাকের স্থানীয় প্রতিনিধি আজহার আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইটসেভার্সের অর্থায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল আই কেয়ারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ব্র্যাক ও খুলনা বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের মাধ্যমে “বাংলাদেশ জেলা চক্ষু সেবা কর্মসূচী- ভিশন বাংলাদেশ’ প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে ঝিনাইদহ জেলার মানুষদের চক্ষু সেবা প্রদান করে আসছে। যার ফলে বিনামূল্যে ও স্বল্পখরচে ছানি অপারেশনের মাধ্যমে বহু মানুষের অন্ধত্ব নিবারন হচ্ছে ।

আরও ৩০ ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রমাণ না পাওয়ায় আরও ৩০ ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করা হয়েছে।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকার) ৬৮তম সভায় সুপারিশের ভিত্তিতে তাদের সনদ বাতিল করে গত ১৮ অক্টোবর গেজেট জারি করেছে সরকার।

যাদের সনদ বাতিল হয়েছে, তারা হলেন- কুমিল্লার মরহুম সাদেক আলী ও আবদুল গফুর আজাদ এবং চাঁদপুরের মো. শফিকুর রহমান হাওলাদার, মো. ফয়েজ উল্লা খাঁন, মো. নজরুল ইসলাম, মো. খলিলুর রহমান ও মৃণাল কান্তি সাহা।

নারায়ণগঞ্জের মো. তারা মিয়া, মো. নুরুল ইসলাম, মৃত মো. আ. জলিল ও মো. আ. হাকিম।

যশোরের মৃত অমূল্য রতন বিশ্বাস, মৌলভীবাজারের উত্তম দাস, মাগুরার মো. ফুল মিয়া, নীলফামারীর মো. জিএম জুলফিকার, জামালপুরের একেএম ফজলুল হক, নরসিংদীর আ. হাই এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের মৃত মো. ইসাহাক মিয়া।

নওগাঁর মো. আনিসুর রহমান, মো. আনিসুর রহমান খান ও মো. খোরশেদ আলী; কুড়িগ্রামের মো. রমজান আলী ও মৃত অহিদ আলি; পাবনার মো.

হোসেন আলী, মো. আজিজুল হক, মো. মুক্তার হোসেন ও মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন এবং নাটোরের মো. শমসের আলী ও মো. মমতাজ আলী মণ্ডল।

এর আগে গত জুলাই মাসে ১৩৪ জনকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির গেজেট বাতিল করা হয়। এ ছাড়া গত ৭ জুন বিমানবাহিনী ও বিজিবিতে যোগ দেয়ার সময় গেজেটভুক্ত হয়েছিলেন এমন এক হাজার ১৮১ জনের মুক্তিযোদ্ধা সনদও বাতিল করা হয়েছে। তবে পরে হাইকোর্ট সেই আদেশ স্থগিত করে দেন।

র্যাব হেফাজতে সেলিমপুত্র ইরফান

নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ আহমেদ খানকে মারধরের ঘটনায় মামলায় সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিমকে হেফাজতে নিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

রোববার দুপুর ১২টার দিকে পুরান ঢাকার চকবাজারের ৩০ নম্বর দেবিদাসঘাট লেনে হাজী সেলিমের পৈতৃক বাড়িতে অভিযান শুরু করে র্যাব ও ডিবি। এরপর ইরফানকে হেফাজতে নেয় র্যাব।

ইরফান সেলিম নিজেও একজন জনপ্রতিনিধি; ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিক বিল্লাহ সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘সোয়ারিঘাট এলাকায় হাজী সেলিমের একটি বাড়ি আছে, সেটা ঘেরাও করে র্যাব সদস্যরা অভিযান চালাচ্ছে।

র্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) কর্নেল তোফায়েল মোস্তফা সরোয়ার বলেন, আমাদের টিমের সদস্যরা হাজী সেলিমের ছেলেকে হেফাজতে নিয়েছে।

চকবাজার থানার ওসি মওদুদ হাওলাদার যুগান্তরকে বলেন, হাজী সেলিমের বাসায় র্যাব ও ডিবির যৌথ অভিযান চলছে। র্যাবের নির্বাহী

ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম আসার পর তল্লাশি করা হবে। এরপর ইরফান সেলিমকে গ্রেফতার করা হবে কিনা সিদ্ধান্ত হবে।

আমাদের পুরান ঢাকার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চকবাজারের যে বাসায় র্যাব অভিযান চালাচ্ছে সেটি হাজী সেলিমের পৈতৃক বাড়ি। অভিযানে র্যাবের ৪০০-৫০০ সদস্য অংশ নিয়েছেন। ওই এলাকায় কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।

গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর ধানমণ্ডিতে কলাবাগান ক্রসিংয়ের কাছে হাজী সেলিমের গাড়ি থেকে নেমে লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফকে মারধরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরদিন সোমবার ধানমণ্ডি থানায় একটি মামলা করেন ওয়াসিফ।

মামলায় হাজী সেলিমের ছেলে ইরফান সেলিম, প্রোটকল অফিসার এবি সিদ্দিক দিপু, মোহাম্মদ জাহিদ ও মিজানুর রহমানের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত পরিচয় আরও তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার পর হাজী সেলিমের গাড়িচালক মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ রোববার রাত পৌনে ৮টার দিকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে কলাবাগানের দিকে যাচ্ছিলেন। ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে সংসদ সদস্যের স্টিকার লাগানো একটি কালো রঙের ল্যান্ড রোভার গাড়ি (ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-৫৭৩৬) পেছন থেকে তার মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।

ওয়াসিফ ও তার স্ত্রী ধাক্কা সামলে মোটরসাইকেল থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওই গাড়ি থেকে জাহিদ, দিপু এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও দুই-তিনজন ‘অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ’ করতে করতে নেমে আসে এবং ‘মারধর’ শুরু করে। তারা লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ ও তার স্ত্রীকে ‘উঠিয়ে নেয়ার এবং হত্যার’ হুমকি দেয় বলেও মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে।

পরে ঘটনাস্থলে লোকজন জড়ো হলে সংসদ সদস্যের গাড়ি ফেলে মারধরকারীরা পালিয়ে যান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে এমপির গাড়ি ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তার মোটরসাইকেল ধানমণ্ডি থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে এই ঘটনার পর মোবাইল ফোনে একটি ভিডিও ধারণ করেছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। এরই মধ্যে ভিডিওটি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, আহত নৌবাহিনীর কর্মকর্তা নিজেকে লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ বলে পরিচয় দিয়ে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন।

নৌবাহিনীর এই কর্মকর্তাকে রক্তাক্ত মুখে বলতে শোনা যায়, তিনি পরিচয় দেয়ার পরও তাকে মারধর করা হয়েছে, তার স্ত্রীর গায়েও ‘হাত দিয়েছে’।

এ বিষয়ে ধানমণ্ডি থানার ওসি ইকরাম আলী মিয়া বলেন, ওই গাড়িটি সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের। ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না। তার ছেলে ইরফান সেলিম, নিরাপত্তারক্ষীসহ ৫-৬ ছিলেন। এ ঘটনায় এরফান সেলিমকে প্রধান আসামি করে একটি মামলা করেছেন লেফটেন্যান্ট ওয়াসিফ।

1
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonpinterest sharing buttonlinkedin sharing buttonprint sharing button

আওয়ামী লীগের দূরত্ব বাড়ছে ১৪ দলের সঙ্গে

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের। আওয়ামী লীগ শরিক দলগুলোকে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি তারা। এরপর থেকেই ‘একলা চলো নীতি’তে হাঁটছে আওয়ামী লীগ। সে কারণে আওয়ামী লীগের নানা কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন শরিক দলের নেতারা।

জোট সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয় ২০০৪ সালে। এরপর তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং পর পর গত তিনটি নির্বাচন একসঙ্গে করেছে। এর মধ্যে প্রথম দুই সরকারের মন্ত্রিসভায় শরিক

দলগুলোর একাধিক নেতাকে মন্ত্রী করা হলেও এবারের মন্ত্রিসভায় তাদের কাউকে রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে জানা গেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতি সামাজিক নানামুখী যে সমস্যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলই বলে মনে করছেন জোট নেতারা।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে যেসব সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে তা মূলত ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলশ্রুতিতে ঘটনাগুলো জন্ম নিচ্ছে। করোনার মহাসংকটকালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে হাল, তা সামাল দেওয়ার মতো রাজনৈতিক মিত্রকে পাশে রাখেনি আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি অনুপস্থিতির কারণে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কিংবা অশুভ শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আওয়ামী লীগকেই ঠিক করতে হবে তারা কোন পথে এগোবে।’

শরিক জোটের নেতারা মনে করছেন, একচেটিয়া বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে। বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনার কিছু নেই। বিএনপি যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের হিমশিম খেতে হবে। তাই শরিকদের পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই।

শরিক জোটের একাধিক নেতা জানান, শুধু সংসদ নির্বাচনই নয়, যে কোনো নির্বাচন জোটগত হওয়া প্রয়োজন। তৃণমূলে যেসব জায়গায় জোটের অন্য দলের শক্তিশালী প্রার্থী আছে তা তাদেরকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোট শরিকদের ছাড় দেওয়ার নজির নেই। সেসব কারণে তৃণমূলে জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ। আগামী ডিসেম্বর থেকে পৌরসভা নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে জোটগত প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগের শরিকরা। তবে আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও মনে করেন জোটের একাধিক নেতা।

১৪-দলের একাধিক নেতা এও জানান, শরিকদের কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার আশা এখনো ছাড়েননি। তাই তারা চুপচাপ আছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলে সরকারের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘যে সময় ১৪-দলীয় জোট গঠন করা

হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যুগপৎ আন্দোলন, সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠন একসঙ্গে হবে। অতীতে আমরা তাই করেছি। সে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আগামীতে যেসব স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা হবে সেগুলো নিয়েও কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগ ‘একলা চলো নীতি’ বা জোট শরিকরাও ‘একলা চলো’ নীতিতে চলছে। সেক্ষেত্রে ১৪-দলের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়। আর জোটের প্রার্থী থাকলে তারা আলাদা নির্বাচন করে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন, ১৪-দলীয় জোটের ফ্যাংশন বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ একচ্ছত্রভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এখন নানা সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। আমরা এগুলো সাপোর্ট করি না। সরকার দুর্নীতি বন্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেটাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের ছত্রছায়ায় বড় বড় দুর্নীতি-পুকুর চুরি হলো, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি না, সরকার এখন ১৪ দল নিয়ে কী ভাবছে? আমরা এখন নিজ দল নিয়ে ভাবছি। কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়, সেগুলো চিন্তা করছি।’

ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ২৩ দফার ভিত্তিতে ১৪-দল গঠিত হয়েছিল। সেই ২৩ দফা ধরে নির্বাচন, সরকার গঠন, যুগপৎ আন্দোলন সবকিছু হবে। এখন ১৪ দলের সে ভূমিকা নেই। সমাজে অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার বাড়ছে। অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৪-দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পারছি না। না পারার ফলে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪-দল যদি জোটগতভাবে ভূমিকা না রাখতে পারে তাহলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। জানি না, এগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ কী ভাবছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জোটের দুই নেতা জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে ১৪-দল। বিরোধী দলের ভূমিকায় একাধিক দলকে সক্রিয় রেখে বিএনপিকে আরও চাপে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ।
বিডি প্রতিদিন

বাংলাদেশি হ্যাকারদের আক্রমণে নাজেহাল ফ্রান্স, সতর্কতা জারি

বাংলাদেশি হ্যাকারদের ভয়ে ফ্রান্সজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশি হ্যাকার কমিউনিটি ‘সাইবার ৭১’ সহ বিভিন্ন দেশের হ্যাকারদের ক্রমাগত হ্যাকারদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ফ্রান্সের বিভিন্ন ওয়েবসাইট। ফলে বাধ্য হয়েই দেশটিতে জরুরি সাইবার সিকিউরিটি অ্যালার্ট জারি করেছে।

রবিবার টুইট করে এই জরুরি সতর্কতা জারি করে ফ্রান্সের সরকারি সাইবার ডিপার্টমেন্ট।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে ফ্রান্সের ওয়েবসাইট হ্যাক করতে শুরু করে হ্যাকাররা।

উল্লেখ্য, গত শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে ফ্রান্সে সাইবার হামলার চালানো হয় বলে সাইবার ৭১ কমিউনিটির কয়েকজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

হামলার শিকার হওয়ার ওইসব ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দেখা গেছে সেগুলোতে প্রকৃত কনটেন্ট দেখা যাচ্ছে না। বরং হ্যাকারদের একটি বার্তা দেখাচ্ছে। তা হল- মহানবী (সা.)কে নিয়ে প্রকাশ্যে কটূক্তির প্রতিবাদে এই অপারেশন চালিয়েছে মুসলমান হ্যাকাররা। ফ্রান্সের সাইবার স্পেসে খুব বিপজ্জনক হামলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাওয়া হবে না, এই রকম হামলা চলতেই থাকবে।

ওয়েবসাইটগুলো হ্যাকের দাবি করা হয়েছে, ‘সাইবার ৭১’ এর ফেসবুক পেজেও।

সেখানে বলা হয়েছে, যে দেশে আমাদের রাসূল (সা.)কে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে সেই দেশের ওয়েবসাইটেই বাজছে এখন রাসূলের সম্মানে সংগীত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সাইবার আক্রমণে ফ্রান্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কোম্পানির ওয়েবসাইটে সাইবার আক্রমণ

পরিচালনা করেছে ‘সাইবার ৭১’ ফ্রান্স এই ন্যক্কারজনক কাজের জন্য ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত এই আক্রমণ চলতেই থাকবে। সবার আক্রমণই আমরা আপনাদের জন্য আপডেট করতে থাকব।

সাইবার ৭১ হ্যাকিং কমিউনিটির একজন সদস্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, এখন পর্যন্ত ৪০ থেকে ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ওয়েবসাইটে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, সব আমরা প্রকাশ করিনি এখনও। সর্বশেষ মোট ৮টি ওয়েবসাইট প্রকাশ করেছি আমাদের অফিশিয়াল পেজে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে অবমাননা করার প্রতিবাদে এই সাইবার আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট টার্গেটে রেখেছি সেগুলোতেও হামলা করা হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন